যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৬ জুলাই ২০২৬, ০১:৫৯ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

ইবি শিক্ষকের স্ত্রীর নিয়োগ বিতর্কে ‘ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং’ কমিটি

ইবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২২ জুলাই ২০২৬, ০৬:০৬ পিএম

ফাইল ছবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী ফিরোজা নাজনীনের বিতর্কিত নিয়োগ খতিয়ে দেখতে ‘ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং’ কমিটি করেছেন উপাচার্য।

বুধবার (২২ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানা যায়।

কমিটিতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রোকসানা মিলিকে আহ্বায়ক ও একাডেমিক শাখার উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) শহিদুল ইসলামকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন, থিওলজি অনুষদের ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. সেকান্দার আলী। কমিটিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৪তম সিন্ডিকেটে আইসিটি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে ফিরোজাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পরপরই নিয়োগকে কেন্দ্র করে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ফিরোজা আইসিটি বিভাগের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি প্রথম বর্ষে অকৃতকার্য এবং ২য় ও ৩য় বর্ষে মানোন্নয়ন দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ছাত্রী থাকাকালীন দুটি বর্ষের পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ছিলেন তারই স্বামী ড. জাহিদুল।

জাবির মেডিকেল সেন্টার থেকে ২১ দিনে ৭৩ হাজার টাকার ওষুধ উধাও

অভিযোগ রয়েছে, ফিরোজা ১ম বর্ষে অকৃতকার্য হলেও ড. জাহিদ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হওয়ার পর ফলাফল বেড়ে যায়। নিয়োগ বোর্ডের আগের দিন বোর্ড বিশেষজ্ঞ সদস্যের সঙ্গেও ড. জাহিদ সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া অন্যান্য প্রার্থীদের তুলনায় ফিরোজা একাডেমিক রেজাল্টে পিছিয়ে এবং মাস্টার্সেও তিনি নন থিসিস গ্রুপের ছাত্রী ছিলেন।

কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রোকসানা মিলি বলেন, আমরা ফিরোজার পূর্বের রেজাল্ট ও অকৃতকার্য হওয়ার বিষয় যাচাই করব। এছাড়া তার স্বামী একই বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহিদুল ফিরোজা ছাত্রী থাকাকালীন সভাপতি ছিলেন কিনা, এসব বিষয় খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেব।